রাতের কথা মাথায় রেখে যেন ভোট দেওয়া হয়

আমি দিনহাটা-১ ব্লকের একজন সাধারণ ভোটার। সোমবার এবারের পঞ্চায়েত ভোট দিতে গিয়েছিলাম আমার এলাকার একটি বুথে। ভোটকেন্দ্রে পা রাখতেই কয়েকজন যুবক আমাকে ঘিরে ধরে বলে, 'আপনার ভোট দেওয়া হয়ে গিয়েছে। আপনি বাড়ি চলে যান।' ওই যুবকদের মুখ পরিচিত হলেও তাদের চোখরাঙানি দেখে নিজেকে বড্ড অসহায় বলে মনে হল। সেখান থেকে সরে গিয়ে বুথ চত্বরের এককোণে দাঁড়িয়ে থাকা কর্তব্যরত পুলিশকর্মীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'স্যার, আমি তো ভোট এখনও দিইনি। তাহলে আমার ভোটটি দেওয়া হল কীভাবে ?' এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে চাপা কণ্ঠে ওই পুলিশকর্মী জানালেন, 'ভালোয় ভালোয় কেটে পড়ুন।' ভোট না দিয়েই ঘরে ফিরতে বাধ্য হয়েছিলাম।

আতঙ্ক কাটেনি

বাড়ির অন্যদের আর ভোটকেন্দ্রে পাঠাইনি।

বুধবার আবার এলাকায় ভোট হল। কিন্তু এবার ভোট দেব কী! মঙ্গলবার রাতে বাড়িতে একদল যুবক বাইকে চেপে এসে হুমকি দিয়ে গিয়েছে। ওরা নাম বলে দিল। আর বলল, 'নির্দিষ্ট ওই প্রার্থীদের বাক্সে ভোট কম পড়লে এলাকাছাড়া করে দেব।' হুমকি ও শাসানিতে আমরা তো সকলেই ভয় পেয়ে যাই। বুধবার সকালে এলাকায় পুলিশি টহলদারি নজরে এল। মনে একটু সাহস হল। সকাল ৮টা নাগাদ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে ভোটকেন্দ্রের দিকে রওনা হলাম। ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার রাস্তার মোড়ে দুটি বাইক পেছন থেকে এসে সামনে থামল। আমাকে বলা হল, 'রাতের কথা মাথায় রেখে যেন ভোট দেওয়া হয়।' আমরা ওই যুবকদের দিকে তাকানোর সাহসটুকু পর্যন্ত পাইনি। ভোটকেন্দ্রে গেলাম। কেন্দ্রের অদূরে অস্থায়ী ক্যাম্প থেকে ভোটের স্লিপ নেওয়ার সময়ও একই আদেশবাক্য বর্ষিত হল। লাইনে দাঁড়ালাম। কঠোর পুলিশি নিরাপত্তায় ভোট অবশ্য নির্বিঘ্নেই দিলাম। ভোট দিয়ে বাড়ি ফিরলাম ঠিকই। কিন্তু ফল প্রকাশের পর আমাদের উপর যদি দুষ্কৃতীরা হামলা চালায়, তবে কী করব।

অনুলিখন ঃ পার্থসারথি রায়

ভোটকর্মীদের বিক্ষোভ, এসডিও-কে মারধর

প্রথম পাতার পর

একই সঙ্গে দাবি করেন, খুন হয়ে যাওয়া প্রিসাইডিং অফিসার রাজকুমার রায়ের মৃত্যুর ঘটনা আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা করা যাবে না। রাজকুমার রায়কে খুন করা হয়েছে। উপযুক্ত তদন্ত করে খুনিদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিও তোলেন অবরোধকারীরা। এছাড়াও দাবি তোলা হয় নিহতের পরিবারের দায়িত্ব নিতে হবে সরকারকে।

আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, এখন পুলিশের বড়ো বড়ো অফিসাররা আসছেন অবরোধ তুলতে। ভোটের সময় তাঁরা কোথায় ছিলেন। ইটাহারের সোনাপুর বুথের প্রিসাইডিং অফিসার নিখোঁজ হওয়ার পর বারবার প্রশাসনকে ফোন করে বলা হয়েছে। কিন্তু তাঁকে খুঁজে আনার ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি অপদার্থ প্রশাসন। আজ যতক্ষণ ডিএম এবং এসপি তাঁদের দাবিপূরণের ব্যাপারে পূর্ণ আশ্বাস দিচ্ছেন ততক্ষণ অবরোধ উঠবে না বলে হুঁশিয়ারি আন্দোলনকারীদের। উপযুক্ত নিরাপত্তা না পেলে ভোটগণনার ডিউটিতেও তাঁরা কেউ যাবেন না বলে প্রশাসনকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তাঁদের আরও দাবি, ওই প্রিসাইডিং অফিসারকে বুথ থেকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে খুন করা হল কেন তার জবাব দিতে হবে। এদিকে, সকাল ১০টা থেকে পথ অবরোধ শুরু হলেও বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ ঘটনাস্থলে ছুটে যান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত জেলাশাসক, মহকুমাশাসক, এসডিপিও সহ অন্য আধিকারিকরা। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে বারবার আলোচনা করেও ব্যর্থ হন তাঁরা। অভিযোগ, এই সময় এসডিও টি এন শেরপা বলে ওঠেন, রাজকুমার রায় আত্মহত্যা করেছেন। এই মন্তব্যেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন বিক্ষোভকারীরা। অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের সামনেই টি এন শেরপা হেনস্তার শিকার হন। অভিযোগ, তাঁকে কিল, চড়, ঘুসি মারা হয়। এসডিওকে লক্ষ করে ছোড়া হয় জুতো। গায়ে ঢেলে দেওয়া হয় জল। এই ঘটনা ঘিরে ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে যায়। কোনোরকমে ঘটনাস্থল ছেড়ে পালান টি এন শেরপা। এরপরেও চলতে থাকে পথ অবরোধ। এদিকে এই বিক্ষোভে শামিল হন রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তথা রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক শুভেন্দু মুখার্জি। তিনি বলেন, এখানে কোনো রাজনৈতিক রং নিয়ে আন্দোলন করা হচ্ছে না। একজন শিক্ষক যাঁকে ভোটের দায়িত্বে গিয়ে খুন হতে হয়েছে, তার জন্য আমাদের এই আন্দোলন। জেলাশাসক আমাদের সঙ্গে আলোচনা করলেই সমাধানসূত্র মিলবে। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির জেলা সম্পাদক বিপুল মৈত্র বলেন, 'গোটা ইটাহার ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় ভোট নিতে গিয়ে প্রিসাইডিং অফিসারদের হেনস্তার শিকার হতে হয়েছে। অনেক প্রিসাইডিং অফিসার নিজের প্রাণভয়ে প্রতিবাদ করেনি। দেদার চলেছে ছাপ্পা ভোট। আজকে আমাদের এই শিক্ষক প্রতিবাদ করায় তাঁকে খুন হতে হল।' এসটিইএ-র জেলা সভাপতি তিলক তীর্থ ভৌমিক বলেন, 'একজন শিক্ষক খুন হয়েছে আর সেটাকে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা করেছে প্রশাসন। এটা কিছুতেই মানা যায় না। সে কারণেই আমাদের এই আন্দোলন।' তিনি আরও বলেন, জেলাজুড়ে শিক্ষক তথা ভোটকর্মীরা হেনস্তার শিকার হয়েছে। এদিকে, জেলা প্রশাসন নীরব। আর এক প্রধান শিক্ষক ড. উৎপল দত্ত বলেন, গোটা উত্তর দিনাজপুর জেলাজুড়ে ভোটের নামে প্রহসন হয়েছে। আমাদের শিক্ষক ভোটকর্মীরা ভোট নিতে গিয়ে হেনস্তার শিকার হয়েছেন। ভোট নেওয়ার সময় ছাপ্পা ভোটের কথা প্রশাসনকে বললেও কর্ণপাত করেনি প্রশাসন। ভোটকর্মীর বক্তব্য, যতক্ষণ না পর্যন্ত রাজকুমার রায়ের খুনিদের গ্রেফতার করা হচ্ছে ও ভোটকর্মীদের কালকের কাউন্টিং সেন্টারের নিরাপত্তার লিখিত আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই আন্দোলন চলবে। যদিও এই ঘটনা প্রসঙ্গে সরকারি আধিকারিকদের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। এসডিও বলেন, আমি অবরোধকারীদের কথা শুনতে এসেছিলাম।

আপনার মতামত

আজকের প্রশ্ন

? নিরাপত্তা না পেলে গণনার কাজে যোগ দেবেন না, ভোটকর্মীদের এমন দাবি কি সমর্থনযোগ্য ?

SMS করুন।

আপনার মোবাইলের মেসেজ option থেকে type করুন UBSOPINION স্পেস দিয়ে লিখুন YES বাNO পাঠিয়ে দিন 575756 নম্বরে বিকেল চারটের মধ্যে।

গতকালের প্রশ্ন

কর্ণাটক নির্বাচনের ফলাফল দেখে বিজেপি কি লোকসভা নির্বাচন এগিয়ে আনার চেষ্টা করবে ?

হ্যাঁ	না
৩০%	৭০%

দিনের কথা

কংগ্রেসের সঙ্গে থেকে সরকার গঠন করুন।

–মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

(কুমারাস্বামীকে ফোনে কর্ণাটকে সরকার গঠনের প্রসঙ্গে)

আবহাওয়া

১৬ মের তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি. সে.)
কলকাতা	৩৫.৭	২৭.২
শিলিগুড়ি	৩০.৫	২১.৩
জলপাইগুড়ি	৩০.৯	২১.০
কোচবিহার	৩১.৩	২১.৭
আলিপুরদুয়ার	৩০.৭	২১.০
মালদা	৩১.৫	২০.০
রায়গঞ্জ	৩০.৩	২০.৪
গ্যাংটক	১৮.২	১৩.০

বৃহস্পতিবারের পূর্বাভাস ঃ আংশিক মেঘলা আকাশ, বৃষ্টি হতে পারে।

ইয়েদুরিয়াপ্পা

প্রথম পাতার পর

উনি শীঘ্রই যথাযথ সিদ্ধান্ত নেবেন বলে আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন। এব্যাপারে আমরা একশোভাগ নিশ্চিত। সরকার গঠনের দাবি জানাতে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন জেডিএস নেতা এইচডি কুমারাস্বামীও। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কর্ণাটক প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি জি পরমেশ্বরা। ১১৭ জন বিধায়কের সমর্থনের তালিকা রাজ্যপালের হাতে তুলে দেন তিনি। কুমারাস্বামী বলেন, 'সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিধায়ক আমাদের হাতে যে রয়েছে সেই সংক্রান্ত যাবতীয় নথি রাজ্যপালের হাতে তুলে দিয়েছি। উনি সংবিধান অনুযায়ী পদক্ষেপ করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।' এদিকে জেডিএসের পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হওয়ার পর বিজেপির বিরুদ্ধে বিধায়ক ভাঙানোর অভিযোগ করেন কুমারাস্বামী। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি তাঁর দল ভাঙাতে চেয়ে বিধায়ক পিছু ১০০ কোটি টাকা করে ঘুস দিতে চেয়েছে। কুমারাস্বামী বলেন, 'কর্ণাটকের মানুষের বোঝা উচিত, বিজেপি তাদের জন্য কিছুই করবে না। ঘোড়া কেনাবেচায় ওস্তাদ হল বিজেপি। বিজেপির বেশ কিছু নেতা আমাদের দলের বিধায়কদের ১০০ কোটি টাকা করে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। কাউকে আবার মন্ত্রী হওয়ারও টোপ দিয়েছে।' বিজেপির বিরুদ্ধে 'অপারেশন লোটাস'-এর অভিযোগ তুলে কুমারাস্বামী বলেন, 'দিল্লিতে বিজেপির হাতে টাকার থলে রয়েছে। ক্ষমতায় আসতে বিজেপি বিধায়কদের কিনতে চাইছে। এই কালো টাকার উৎস কোথায়?'

কুমারাস্বামীর এই অভিযোগ খারিজ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকার বলেন, 'বিজেপি ঘোড়া কেনাবেচায় বিশ্বাসী নয়। এই কাজে কংগ্রেস এবং জেডিএস পারদর্শী।' এরইমধ্যে তিনজন বিধায়কের খোঁজ পাওয়া না যাওয়ায় অস্বস্তিতে পড়েছে কংগ্রেস। এই তিন বিধায়ক হলেন রাজশেখর পাতিল, নগেন্দ্র এবং আনন্দ সিং।

বিরোধীদের এজেন্ট ছাড়াই একাধিক বুথে ভোট

চোপড়া, ১৬ মে ঃ চোপড়ায় বুধবার পুনর্নির্বাচন ঘিরে সন্ত্রাসের অভিযোগে সরব হল বিরোধীরা। সন্ত্রাসের ফলে কয়েকটি বুথে পোলিং এজেন্ট দিতে পারেনি বলে তাদের অভিযোগ। এদিন মোট ১০টি বুথে পুনর্নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন ঘিরে সকাল থেকেই বেশ কয়েকটি এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। চলেছে বোমা, গুলি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয়। বিরোধীদের অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা মঙ্গলবার থেকেই একের পর এক সন্ত্রাসের কার্যকলাপ চালিয়েছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের ভয় দেখানো হয়েছে। এদিন সকাল থেকেই বুথে এবং এলাকায় ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করে শাসকদল মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীরা। তৃণমূলের তরফে অবশ্য সব ধরনের অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। বিজেপি নেতা তথা মণ্ডল কমিটির সভাপতি অসীম বর্মন জানান, ১৪ তারিখের ভোটে যা পারেনি আজসেটাই করেছে তৃণমূল। ওইদিন ভালো ভোট পড়েছিল। হেরে যাওয়ার ভয়ে অনেক বুথে তারা হামলা চালিয়েছে। আর পুনর্নির্বাচনে ভোটার থেকে পোলিং এজেন্ট এমনকি প্রার্থীদের পর্যন্ত ভয় দেখিয়ে ভোট করানো হল। অধিকাংশ বুথেই চলল ছাপ্পা ভোট। একদিন আগে থেকেই এলাকায় ব্যাপক সন্ত্রাস শুরু হয়েছে। ফলে কিছু বুথে পোলিং এজেন্ট দেওয়া সম্ভব হয়নি। কংগ্রেস ব্লক সভাপতি অশোক রায় বলেন, দাসপাড়া ৮২ নম্বর বুথের ভোটারদের ছত্রভঙ্গ করতে এদিন তৃণমূল দুষ্কৃতীরা সাতসকালেই রাস্তায় বন্দুক, বোমা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। গুলি ছুড়ে, বোমা ফাটিয়ে ভোটারদের মধ্যে ভয় ছড়িয়ে দেয়। এদিন এলাকায় এক কংগ্রেস কর্মীর মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। অধিকাংশ বুথেই এদিন ছাপ্পা ভোট হয়েছে বলে অশোকবাবুর অভিযোগ। সিপিএম নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী আনওয়ারুল হক বলেন, সন্ত্রাসের আবহে কয়েকটি বুথে পোলিং এজেন্ট দেওয়া সম্ভব হয়নি। এদিন দাসপাড়া এলাকায় স্থানীয়দের একাংশের সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ লেগে যায়। দাসপাড়া ও কামারগছ এলাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে বেশ কয়েকবার ছুটে যেতে হয়েছে। পুলিশ অবশ্য কোথাও বোমা, গুলি ছোড়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দু-একটি জায়গায় হালকা লাঠিচার্জের কথা স্বীকার করেছে তারা। বিরোধীপক্ষ পুলিশ ও বিডিও-কে ফোনে অভিযোগ জানালেও পরে লিখিতভাবে জানাবে বলে জানিয়েছে।

মোদি-হাসিনা বৈঠক হবে শান্তিনিকেতনে

ঢাকা ও নয়াদিল্লি, ১৬ মে ঃ ভারত ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ও বিদেশমন্ত্রক আলোচনার মাধ্যমে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকের সময়সূচি চূড়ান্ত করল। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২৫ মে শান্তিনিকেতনে বৈঠক করবেন। ওইদিন ১টা ৪০ মিনিট থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত দুজনের মধ্যে ৫০ মিনিট বৈঠক হবে বলে জানা গিয়েছে।

২৫ মে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর সমাবর্তনে শেখ হাসিনা যোগ দেবেন। শান্তিনিকেতনে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় তৈরি বাংলাদেশ ভবনের উদ্‌বোধন করবেন হাসিনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন নরেন্দ্র মোদি। বাংলাদেশ ভবন উদ্‌বোধনের পর নতুন ভবনে হাসিনা ও মোদি মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেবেন। দুজনের বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। ২৬ মে শেখ হাসিনা আসানসোলে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন।

আজ থেকে শুরু রমজান

নয়াদিল্লি, ১৬ মে ঃ বৃহস্পতিবার থেকেই শুরু হচ্ছে পবিত্র রমজান। বুধবার সন্ধ্যায় চাঁদ কমিটির তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, দিল্লিতে রমজানের চাঁদ দেখা গিয়েছে। তবে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, বিহার ও উত্তরপ্রদেশে চাঁদ দেখা না যাওয়ায় কিছুটা বিভ্রান্তি ছড়ায়। সৌদি আরব সহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতেও বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে রমজান। অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান ও সিঙ্গাপুরেও একই দিনে রমজান শুরু হবে। ইসলামের পাঁচটি প্রধান স্তম্ভের একটি হল রমজান। যার উদ্দেশ্য হল উপবাসের মাধ্যমে ষড়রিপুর দমন। অর্থাৎ এক মাস রোজা পালনের পাশাপাশি সাধ্যমতো দানধ্যান করে থাকেন ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা।

আজ গণনা

প্রথম পাতার পর

তাতে কেন্দ্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বলেই জানা গিয়েছিল। পাশাপাশি বোমাবাজি, গোলাগুলি, মারধর ও বুথ দখল করেই সোমবার শুরু হয় পঞ্চায়েতের ভোট। শাসকদলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ আসতে শুরু করেছিল রবিবার রাত থেকেই। সোমবার বেলা বাড়তেই একের পর এক খুনের খবর আসতে শুরু করে। সোমবার রাতেই পঞ্চায়েতে হিংসার ঘটনা নিয়ে রাজ্যের কাছে দ্বিতীয় দফা রিপোর্ট তলব করে কেন্দ্র। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবারই সেই রিপোর্ট জমা দিয়েছে রাজ্য। সেই রিপোর্টেও অসন্তোষ প্রকাশ করেছে কেন্দ্র। মন্ত্রক জানিয়েছে, এবারেও রাজ্য সরকারের দাবি, কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া ভোট মোটের উপর সন্তোষজনক হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় হিংসার বলি হয়েছেন যাঁরা তাঁরা অধিকাংশ শাসকদলের সমর্থক। শাসকদলের বিরুদ্ধে আনা সন্ত্রাসের অভিযোগ নস্যাৎ করেছে তারা। বলা বাহুল্য, এই বয়ানে সন্তুষ্ট নয় কেন্দ্র।

এদিকে, ফলাফল ঘোষণার আগে কোনো বিজয় মিছিল করা যাবে না বলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। গণনা কেন্দ্রের ২০০ মিটারের মধ্যে জারি করা হবে ১৪৪ ধারা। ২৯১টি কেন্দ্রে ভোট গণনা হবে বলে কমিশন সূত্রে জানা যায়। গণনা কেন্দ্রের ভিতর রিটার্নিং অফিসার, পর্যবেক্ষক ও পুলিশ আধিকারিক ছাড়া কেউ মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবেন না। প্রথমে গ্রাম পঞ্চায়েত, এরপর পঞ্চায়েত সমিতি ও সব শেষে জেলা পরিষদের ভোট গণনা হবে। প্রতিটি কেন্দ্রে ২০টি করে টেবিল থাকবে।

জলপাইগুড়িতে ভয়ে বুথে যাননি অনেকে

জলপাইগুড়ি ব্যুরো, ১৬ মে ঃ জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের তিনটি, মাল মহকুমার কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের চেলধুরা এবং শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তেঁতুলতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি বুথে বুধবার পুনর্নির্বাচন হল। বাহ্যিকভাবে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটলেও চাপা থমথমে আবহের মধ্যেই ভোট হয়েছে। শাসকদলের ভয়ে অনেকেই ভোট দিতে যাননি বলে বিরোধীরা অভিযোগ তুললেও তা অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বুথের সংখ্যা কম থাকায় এদিন ভোটকেন্দ্রগুলিতে পুলিশের কড়া প্রহরা ছিল।

ভোটের দিন বিকেলে বজরা ডেঙ্গুরাঝাড় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যে দুটি বুথে শাসকদলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস, ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ করেছিল বিজেপি, এদিন সেখানে তাদের দেখাই যায়নি। ভোট বাক্স লুটের অভিযোগে সদর ব্লকের গড়ালবাড়ি ৭০/২ নম্বর বুথে এদিন ফের ভোটেও শাসকদলের বিরুদ্ধে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা। তৃণমূল নেতারা এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। বজরাপাড়ার ২০২ এবং ২০৩ নম্বর বুথে এদিন বিরোধীদের দেখা মেলেনি। বিজেপির যুব মোর্চার জেলা সভাপতি শ্যাম প্রসাদ বলেন, পুনর্নির্বাচন ঘোষণার পর শাসকদলের দুষ্কৃতীদের হুমকিতে আমাদের সমর্থকরা এলাকাছাড়া। এদিনও দেদার ছাপ্পা ভোট হয়েছে। বামফ্রন্টের জেলা আহ্বায়ক বলেন, ভোটের নামে এদিনও ভোট হয়েছে। এদিনও গণতন্ত্রের উপর হামলা হয়েছে। তৃণমূলের জেলা সভাপতি সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, জেলার সর্বত্রই পুনর্নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হয়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ ভিত্তিহীন। শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তেঁতুলতলা স্কুলে গত সোমবার ভোটের দিন ব্যালট বাক্স লুট করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই বুথে এদিন পুনর্নির্বাচন হল।

৮০৭টি ভোটের মধ্যে ৫৯৮টি ভোট পড়েছে। এদিন কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে রাখা হয়েছিল বুথকে। একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়াও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়, ডিএসপি প্রদীপ সরকার দিনভর বুথে নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। ভোটারদের অনেকেই জানিয়েছেন, মনে ভয় নিয়ে তাঁরা ভোট দিয়েছেন। শাসকদল এবং বিরোধীরা পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলেছে। কড়া পুলিশি প্রহরায় ফের ভোট হল মাল ব্লকের কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের চেলধুরা আইসিডিএস কেন্দ্রে। সোমবার পঞ্চায়েত ভোটের দিন সকাল সাড়ে ৯টায় অশান্তি ছড়ায় এখানে। এদিন সকালেও বিক্ষিপ্তভাবে অশান্তির খবর আসে। বিশাল পুলিশবাহিনী ভোটগ্রহণকেন্দ্রে পৌঁছায়। সারাদিন চাপা উত্তেজনা এবং থমথমে পরিস্থিতির মধ্যেই ভোট হয়। ভোট পড়ে ৫৫.১৬ শতাংশ। সোমবার ব্যালট পেপার তছনছ করে একটি ব্যালট বাক্স নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। বুধবার সকাল থেকে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন ছিল। মোট ভোটারের সংখ্যা ৮০৩। মেচপাড়া, আদিবাসীপাড়ার মতো কিছু এলাকা থেকে ভোটাররা ভয়ে আসতে পারেননি বলে অভিযোগ উঠেছে।

যদিও পুলিশ জানিয়েছে এ ধরনের কিছু ঘটেনি। জলপাইগুড়ির অ্যাডিশনাল পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট (গ্রামীণ) নিমা নোরবু ভুটিয়া, মাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাশিস চক্রবর্তী, সার্কেল ইনস্পেকটর মিত্রা রাই, মাল থানার ওসি অনিন্দ্য ভট্টাচার্য প্রমুখের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী সারাদিন এলাকায় ছিল। পুলিশ আধিকারিকরা বলেন, ভোট নির্বিঘ্নে হয়েছে। এদিকে, তেশিমলা, কুমলাইয়ের মতো এলাকায় যাতে গণনা পরবর্তী কোনো অশান্তি না ছড়ায় সেজন্য নজর রাখছে পুলিশ।

নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত দখলের আশা তৃণমূলের

নকশালবাড়ি, ১৬ মে ঃ 'কয়েকদিনের মধ্যেই নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে আসবে। দলীয়ভাবে এ ব্যাপারে প্রস্তুতি চলছে।'- বললেন গৌতম দেব। এই গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল কংগ্রেস ইতিমধ্যেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে এবং সিপিএম সংখ্যালঘু হয়েছে। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রায় টানা ২০ বছর বামেদের দখলে রয়েছে। বর্তমানে ক্ষমতার এই পালাবদলের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কৌতূহলী এলাকাবাসী আর রাজনৈতিক মহল।

নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান প্রধান তথা সিপিএম নেতা রাধাগোবিন্দ ঘোষ প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন, নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত আমাদের দখলে আছে এবং থাকবে। জনসাধারণ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অপরদিকে বুধবার এক সরকারি অনুষ্ঠান থেকে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি গৌতম দেব বলেন, কয়েকদিনের মধ্যেই নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে আসবে। দলীয়ভাবে এ ব্যাপারে প্রস্তুতি চলছে।

ইতিপূর্বে নকশালবাড়িতে গৌতম দেব প্রকাশ্য জনসভায় বলেছিলেন, মে মাসের মধ্যে মহকুমার বেশ কয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতি তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে আসবে। সেদিনের জনসভাস্থলে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিএমের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য নারায়ণ খেরিয়া, রাজীব ওরাওঁ এবং সন্ধ্যা সরকার (ছেত্রী) সহ তিনজন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে গৌতম দেবের হাত থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে গত মঙ্গলবার সিপিএমের আর একজন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য উজ্জ্বল সমাদ্দার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। বর্তমানে দলবদলের ফলে ২৬ আসনবিশিষ্ট নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে সিপিএমের আসন সংখ্যা ১৫ থেকে কমে ১১-তে দাঁড়াল। তৃণমূল কংগ্রেসের আসন সংখ্যা ১০ থেকে বেড়ে ১৪ হয়েছে। এছাড়া এই গ্রাম পঞ্চায়েতে রয়েছেন বিজেপির একজন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট সদস্য সংখ্যা ২৬। এখন পঞ্চায়েত আইন মোতাবেক অনাস্থা প্রস্তাব আসার পর ভোটাভুটিতে কী হবে তাই নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

নাট্যকার সাধন চক্রবর্তী।

সাংস্কৃতিক মেধা পেনশন পাচ্ছেন সাধন চক্রবর্তী

জলপাইগুড়ি, ১৬ মে ঃ টানা ৪৯ বছরের নাট্যজীবনে বিশেষ সম্মান পেলেন বিশিষ্ট অভিনেতা তথা নাট্যকার সাধন চক্রবর্তী। কেন্দ্রীয় তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রক থেকে সাধনবাবুর নাট্য মেধাকে স্বীকৃতি দিয়ে আজীবন সাংস্কৃতিক মেধা পেনশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই সাধনবাবুর পেনশন চালু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রসঙ্গত, সারা দেশ থেকে বিভিন্ন শাখার শিল্পীদের মধ্যে থেকে সাংস্কৃতিক মেধা পেনশনের জন্য ১৬ জনকে মনোনীত করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে একমাত্র সাধনবাবুই এই পেনশন পাচ্ছেন।

জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বিচারাধীন বন্দিদের মধ্যে নাট্যচর্চার প্রসার ঘটাতে সাধনবাবু অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। শুধু তাই নয়, জলপাইগুড়ি শহরে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন তিনি। নাট্য নির্দেশক হিসেবে সাধন চক্রবর্তী দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পুরস্কার পেয়েছেন।

রাজাদের অস্ত্র দেখবে জনতা

প্রাণপ্রতিম পাল

কোচবিহার, ১৬ মে ঃ আগামী ১৮ মে থেকে কোচবিহার রাজাদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র যাতে সাধারণ মানুষ দেখতে পান সে জন্য নতুন একটি গ্যালারি চালু হতে চলেছে। কোচবিহার রাজবাড়ির সংগ্রহশালাতেই নতুন এই গ্যালারি চালু হবে। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ সূত্রে এ খবর জানা গিয়েছে। নতুন এই অস্ত্রশস্ত্রের গ্যালারি চালু হলে রাজবাড়িতে পর্যটকের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশাবাদী সংশ্লিষ্ট মহল। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের এক আধিকারিক বলেন, ১৮ মে থেকে কোচবিহার রাজাদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রগুলো দিয়ে নতুন একটি গ্যালারি চালু করা হবে। আপাতত সেই গ্যালারি তৈরির কাজ চলছে জোরকদমে। পর্যটকরা রাজ আমলের ব্যবহৃত নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্র দেখতে পাবেন ওই নতুন গ্যালারিতে।

১৮৮৭ সালে কোচবিহার রাজবাড়ি তৈরি হয় মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের আমলে। ১৯৫০ সাল নাগাদ কোচবিহারে রাজ আমলের অবসান হয়। তবে ১৯৭০ সাল পর্যন্তও কোচবিহার রাজবাড়িতে থাকতেন মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ। তাঁর মৃত্যুর পর কোচবিহার রাজবাড়ি প্রায় ১৫ বছর পড়ে ছিল অবহেলাতেই। ওই সময় রাজবাড়ি থেকে বেশ কিছু

মূল্যবান সামগ্রী চুরি হয়ে যায় বলে অভিযোগ। উনিশ শতকের শেষদিকে রাজবাড়ি অধিগ্রহণ করে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ। রাজবাড়িকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা হয়। রং করা হয়। ২০০০ সালের প্রথমদিকে রাজবাড়